বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী Bangladesh 50

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
কাজী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা।

মুজিব বর্ষ
"মুজিব বর্ষের প্রতিশ্রুতি
সেবা, ত্যাগ ও অগ্রগতি"

স্মারক নং- ৫৮.০৩.০০০০.০০৩.৯৯.১৪৩.০৬- ৬৬৬৪/৮ তারিখ: ১০/০৩/১৪২৮ বঃ
২৪/০৬/২০২১ খ্রিঃ

বিষয় : **বজ্রপাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য করণীয় বিষয়সমূহ প্রতিপালন এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধি প্রসঙ্গে।**

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, বজ্রপাত দুর্যোগ হিসেবে গণ্য করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। বর্তমানে প্রায় সারা বছরই বজ্রপাতে মানুষের প্রাণহানী ঘটছে। সরাসরি বজ্রপাতের হাত থেকে বাঁচা খুবই কঠিন। তবে সতর্ক হলে মৃত্যুর হার কমানো যেতে পারে। তাই বজ্রপাত হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য সতর্কতামূলক নিম্নোক্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালনের লক্ষ্যে তার আওতাধীন দপ্তর/ফায়ার স্টেশনসমূহে পত্র জারী এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির নিমিত্তে প্রচার-প্রচরণা চালানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

বজ্রপাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য করণীয় নির্দেশনাসমূহ:

১. বজ্রপাতের সময় খোলা ও উঁচু স্থানে থাকা নিরাপদ নয়। যত দ্রুত সম্ভব দালান বা ছাউনির নিচে আশ্রয় নিন।
২. উঁচু গাছপালা ও বিদ্যুৎ এর খুঁটিতে বজ্রপাতের সম্ভবনা বেশী থাকে বিধায় এ থেকে দূরে থাকুন।
৩. বজ্র মেঘ বা কালো মেঘ দেখা দিলে পুকুর, নদী, ডোবা ইত্যাদি স্থানে অবস্থান করলে দ্রুত সরে নিরাপদ স্থানে যেতে হবে।
৪. বজ্রপাতের সময় উঁচু গাছপালা, বৈদ্যুতিক খুঁটি, বৈদুতিক ছেঁড়া তার, বৈদ্যুতিক তার, ধাতব খুঁটি ও মোবাইল টাওয়ার এবং অন্যান্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম থেকে দূরে থাকুন।
৫. বজ্রপাতের সময় শিশুদের খোলা মাঠে খেলাধুলা থেকে বিরত রাখুন এবং নিজেরাও খোলা মাঠের সকল কাজ হতে বিরত থাকুন।
৬. বজ্রপাতের সময় বাড়ীতে থাকলে জানালার কাছাকাছি ও বেলকুনিতে থাকবেন না। জানালা বন্ধ রাখুন এবং ঘরের ভিতরে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম থেকে দূরে থাকুন।
৭. বজ্রপাতের সময় ধানক্ষেত বা খোলা বড় মাঠে থাকলে পায়ের আঙ্গুলের উপর ভর দিয়ে এবং কানে আঙ্গুল দিয়ে মাথা নিচু করে বসে পড়ুন।
৮. বজ্র বৃষ্টির সময় প্লাষ্টিক বা কাঠের হাতলযুক্ত ছাতা ব্যবহার করুন।
৯. কোন ধাতব পদার্থ সাথে রাখা যাবে না।
১০. বজ্রপাতের সময় মাছ ধরা বন্ধ রেখে নৌকার ছাউনির নিচে অবস্থান করুন।
১১. বজ্রপাতের সময় গাড়ীর ভিতরে অবস্থান করলে গাড়ির ধাতব অংশের সাথে শরীরের সংযোগ ঘটাবেন না। সম্ভব হলে গাড়ীটি নিয়ে কোন কংক্রিটের ছাউনির নিচে আশ্রয় নিন।
১২. বজ্রপাতের সময় মোবাইল ফোন এবং টিভি/কম্পিউটার ব্যবহার বন্ধ রাখুন।
১৩. বজ্রপাত ও ঝড়ের সময় বাড়ির ধাতব কল, সিঁড়ির ধাতব রেলিং, পাইপ ইত্যাদি স্পর্শ করবেন না।
১৪. খোলাস্থানে অনেকে একত্রে থাকাকালীন বজ্রপাত শুরু হলে প্রত্যেকে ৫০ থেকে ১০০ ফুট দূরে সরে অবস্থান নিতে হবে।
১৫. কোন বাড়িতে যদি পর্যাপ্ত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা না তাকে, তাহলে সবাই এক কক্ষে না থেকে আলাদা আলাদা কক্ষে অবস্থান করতে হবে
১৬. বজ্রপাতে আহতদের বৈদ্যুতিক শকের মত করেই চিকিৎসা করতে হবে।
১৭. খোলা জায়গায় কোন বড় গাছের নিচে আশ্রয় নেওয়া যাবে না। গাছ থেকে ৪ মিটার দূরে থাকতে হবে।
১৮. ক্ষয়ক্ষতি কমানোর জন্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির প্লাগগুলো লাইন থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে হবে।
১৯. বজ্রপাতের সময় সীমা সাধারণত ৪০-৪৫ মিঃ (কম-বেশি) স্থায়ী হয়। এ সময়টুকু বাহিরে বের না হওয়াই ভালো।
২০. বজ্রপাতের সময় বাথরুমের কল, সাওয়ার ব্যবহার করা যাবে না।
২১. প্রতিটি বিল্ডিং এ বজ্র নিরোধক দন্ড (LPS) স্থাপন নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

২৪/৬/২১

লেঃ কর্নেল জিল্লুর রহমান, পিএসসি
পরিচালক (অপাঃ ও মেইনঃ)

উপ-পরিচালক
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স
ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/রংপুর/খুলনা/বরিশাল/সিলেট/ময়মনসিংহ।

বিতরণ:

অবগতি:

১। সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।
২। মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।
৩। পরিচালক (প্রশাঃ ও অর্থ)/(পঃ উঃ প্রঃ), ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষ, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা। তাকে বার্তাটি ফ্যাক্স যোগে সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরে প্রেরণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে অনুরোধ করা হলো।

D:\Humayun 1\OPERATION SECTION-2\General Latter-2021.Docx